যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জেলা শাখার ছাত্রলীগের বহিষ্কৃতরা অপকর্ম করছে।

ব্ল্যাক লিস্টেট জেলা শাখা : নাম প্রকাশ না করে দলের হাইকমান্ড সূত্র জানায়, তারা মোট ১০টি জেলা শাখাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। ওই ১০টি জেলার কোনটির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, গ্রুপিং, ব্যর্থতা, স্থানীয় আওয়ামী লীগকে না মানা বা ব্যক্তিলীগে পরিণত হওয়াসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে— জয়পুরহাট, পটুয়াখালী, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, বুদনা মহানগর ইত্যাদি। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এসব জেলা কেন্দ্রের গভীর পর্যবেক্ষণে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এইসব জেলা শাখা ভেঙে দেয়া হতে পারে। এর বাইরে আরও ১২টি জেলা শাখা রয়েছে, যেগুলোর নেতাকর্মীরা সংগঠন বাদ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানাভাবে অর্থ উপার্জনে নেমেছে। ওই শাখাগুলোর মধ্যে ফরিদপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম মহানগরসহ আরও কয়েকটি শাখা রয়েছে বলে জানা গেছে। এসব শাখার নেতারাও কেন্দ্রের নির্দেশনা মানছে না।

তদন্ত কমিটিগুলোর রিপোর্ট : ৫ জানুয়ারি ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ পাঁচটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এরপর বাণিজ্যবেলার সংঘর্ষের ঘটনায় ৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় নেতাদের সমন্বয়ে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ইতিমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট কেন্দ্রে জমা দিয়েছে। আর অন্যগুলো দু'একদিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, ১ জানুয়ারি আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত পাঁচ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। ওই ঘটনায় একটি পিস্তলসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ সহ-সভাপতি শাহিন আহমদকে প্রধান করে একটি কমিটি করে। কমিটি তদন্তে ছাত্রলীগের একটি অংশের ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা পায়। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়টির ১০-১২ জন ছাত্রলীগ টেন্ডার ও দোকান থেকে চাঁদা নেয়ার অভিযোগ রয়েছে সাবেক দুই নেতার বিরুদ্ধে।

এ বছরের প্রথম দিনই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অন্তত পাঁচজন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। ঘটনার তদন্তে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জয়দেব নন্দীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি চারদের তদন্ত প্রতিবেদন শিগগিরই দেবে বলে জানিয়েছে।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য : ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, ছাত্রলীগ নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসীর কারণে ৬৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী এ সংগঠনের সুনাম নষ্ট হতে পারে না। সন্ত্রাসী বা অপরাধী যেই হোক, তার নিস্তার নেই। তিনি বলেন, গত কয়েক দিনের নেতিবাচক ঘটনায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সমন্বয়ে গড়া তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেলেই তার সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাকশন নেয়া হবে। যাদের অপরাধ পাওয়া যাবে, তাদের সংগঠন থেকে বের করে দেয়া হবে। তিনি আরও বলেন, তারা দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবেলা করেন। সেই ঘটনায় বাণিজ্যের চেষ্টার অভিযোগে কবি নজরুল কলেজের কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, ছাত্রলীগ কোন সন্ত্রাসী বা অপরাধীর জায়গা নয়। তাদের দায় ছাত্রলীগ নেয় না, নেবে না। সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যারা করেছে, তাদের সংগঠন থেকে ইতিমধ্যে বের করে দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও তাড়িয়ে দেয়া হবে। যারা অপরাধী তাদের সাংগঠনিক শাস্তি দেয়া হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে ওইসব অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। এখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে কোন প্রকাশ ছাড়া কিছুই করার নেই। আর এক্ষেত্রে অপরাধীরাও সাহস পেয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, যেহেতু অপরাধীরা বহিষ্কৃত, তাই তারা ছাত্রলীগের কেউ নয়। অপরাধীকে ধরলে ছাত্রলীগের কোন পর্যায় থেকে তদবির করা হবে না।